দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইংলিশ মিডিয়ামে ফের খরচ বাড়বে

মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় নতুন করে ভ্যাট আরোপ

■ নিজামুল হক

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভ্যাট নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার মধ্যেই প্রস্তাবিত বাজেটে এই শিক্ষায় নতুন করে বাড়তি ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সাড়ে সাত শতাংশ ভ্যাট রয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ভ্যাট বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

ভ্যাটের প্রভাবে বাড়তে

২০ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসা সেবার মতো বিষয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ৪৩ ধরনের পণ্য ও সেবা অব্যাহতির তালিকায় রয়েছে, যার অল্প কিছু বাদে বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে পড়ে না।

রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৫ শতাংশ ভ্যাট হলেও পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের উপরই ভ্যাট হবে। সেক্ষেত্রে পূর্বে পরিশোধ করা ভ্যাট রেয়াত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ জন্য হিসাব রাখতে হবে। এনবিআরের নির্ধারিত চালানপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় চালানপত্রসহ এ ধরনের হিসাব রাখার সুযোগ বা সামর্থ্য সবার নেই। ফলে তারা রেয়াত নিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে বাড়তি ভ্যাট দিতে হবে।

একজন ব্যবসায়ী উদাহরণ দিয়ে বলেন, মিষ্টি তৈরির উপকরণ দুধ গ্রামের গোয়ালের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ওই লেনদেনে হিসাবপত্র কিংবা ভ্যাট চালান কি আদৌ সম্ভব? ফলস্বরূপ মিষ্টি বিক্রেতা রেয়াত নিতে ব্যর্থ হলে বাড়তি ভ্যাট দিতে হবে। এই চাপ যাবে ভোক্তার উপরে।

প্লাস্টিক খাতের উদাহরণ দিয়ে জসীম উদ্দিন বলেন, প্লাস্টিকসহ অনেক পণ্যের কাঁচামাল প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তারা চালানপত্র দেবে না। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, এটি চিন্তা করেই আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম একাধিক হারে ভ্যাট আরোপের। অর্থাৎ যারা রেয়াত নিতে পারবে না, তারা সঙ্কুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাট দেবে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই এ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিল ও দেশীয় বাজারে বিক্রি হওয়া তৈরি পোশাক পণ্য ছাড়াও সঙ্কুচিত ভিত্তিমূল্যে আসবাবপত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মটর গাড়ির গ্যারেজ, কনস্ট্রাকশন ফার্ম, ডকইয়ার্ড, ভূমি উন্নয়ন ফার্ম, আসবাবপত্র উৎপাদন ও বিক্রয়, পরিবহন কন্ট্রাক্টর, নিলামের পণ্য ক্রেতা, স্পন্সরশিপ সেবা, ভবন নির্মাণকারী ফার্মসহ আরো কিছু খাত ভ্যাট দিত।

রড ও রড তৈরির কাঁচামাল ছাড়াও হাতে তৈরি বিস্কুট, কেক, রুটি, আচার, চাটনি, টমেটো সস, তামাকজাত পণ্য, নিউজপ্রিন্ট ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাগুজ, ডুপ্লেক্স বোর্ড ও পেপার, টয়লেট ও নেপকিন টিস্যু, ফেসিয়াল টিস্যু, কৃত্রিম আঁশ, তারকাঁটা, বৈদ্যুতিক বাতিসহ ৭০ ধরনের পণ্য ও সেবায় ট্যারিফ মূল্যভিত্তিতে ভ্যাট ছিল। এর বেশিরভাগ পণ্য ও সেবায় ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসছে। ফলে ভোক্তা পর্যায়ে ব্যয় বাড়তে পারে।

এফবিসিসিআই সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয় (অব্যাহতি) করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি হবে। রডের ভ্যাট বাড়ার ফলে সব ধরনের নির্মাণ কাজের ব্যয় বাড়বে। এমনিতেই হাউজিং শিল্প সংকটে। এটি সংকট আরো বাড়াবে। যারা রেয়াত নিতে সমর্থ্য নয়, তাদের তো ভ্যাটই হওয়া উচিত নয়। এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আস্থাহীনতা দূর করতে হবে।